: মুক্তক :

বাংলা কবিতায় প্রথম মুক্তকবন্ধের প্রবর্তনা করেন ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফরাসি 'Verse Libre' কিংবা ইংরেজি 'Freeverse'-এর সমতুল্য মনে করে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন 'মুক্তক' নামকরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — "বেড়া ভাঙা পয়ারই 'মুক্তক'"।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় মুক্তকের প্রাক্‌রূপ চোখে পড়ে। তবু বলা যায় এর বিকশিত রূপটি 'বলাকা' এবং 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতেই সার্থক পরিস্ফূর্তি লাভ করেছে। তাই অনেক ছান্দসিকই 'মুক্তক'কে 'বলাকার ছন্দ' নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

প্রধানত অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত, অনিয়মিত ও অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তি সমন্বিত, চরণান্তিক মিলযুক্ত রবীন্দ্রসৃষ্ট যে ছন্দবন্ধে ভাবটি পংক্তির পর পংক্তিতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়, তাকে বলে 'মুক্তক' বা 'মুক্তবন্ধ ছন্দ'।

মুক্তক বন্ধের বৈশিষ্ট্য :~

১. মুক্তকে চরণ বা পংক্তি সমান নয়, পর্বযতি বা ভাবযতি কিংবা ভাবগতি অনুযায়ী চরণ বা পংক্তি বিন্যস্ত হয়। যেমন —

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।"

২. মুক্তকে পংক্তি বা চরণের পর্বগুলি হয় অসম মাত্রার। এর এক এক পর্বের মাত্রা ২, ৪, ৬, ৮, ১০। মুক্তকের পর্বের মাত্রাসংখ্যা সবসময়ই জোড়মাত্রার হয়, কখনোই বিজোড় মাত্রা দেখা যায় না।

৩. ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা মুক্তকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

৪. বাংলা ছন্দের তিনটি রীতিতেই মুক্তকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৫. সাধারণত সমিল মুক্তকের ব্যবহারই বেশি, তবে অমিল মুক্তকও অপ্রাপণীয় নয়। যেমন —

ঃ মুক্তক ঃ

"আজকে ইচ্ছে করেই তুই তোকারি করি,
'আজ, এই আজ, হেই আজ, হেই ঐ ঐ আজ ...'
আজ তবুও আজের আগে, আজ
আমি আমার তীক্ষ্ণ স্বরে নাড়িয়ে যাতে
তীর নিবিয়ে যায়,"

৬. মুক্তক নির্মাণেও আছে যথেষ্ট স্বাধীনতা।

৭. এই মুক্তক বন্ধই পরবর্তীকালে বাংলা ছন্দমুক্তির সমস্ত দরজাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

৮. মুক্তক, ছন্দের বন্ধন মুক্তিই; পুরোপুরি ছন্দমুক্তি নয়।